বাংলা ব্যাকরণ

সমাস (Samas)

গুরুত্বপূর্ণ নোটস — সরকারি চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য

---

১. সমাস কাকে বলে?

পরস্পর অর্থসঙ্গতিসম্পন্ন দুই বা ততোধিক পদ মিলিত হয়ে যখন একটি নতুন অর্থবহ পদ গঠন করে এবং মধ্যবর্তী বিভক্তি বা অব্যয়ের লোপ ঘটে, তখন তাকে সমাস বলে। সংক্ষেপে, একাধিক শব্দকে সংক্ষিপ্ত করে একপদে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সমাস বলা হয়।

উদাহরণ: রাজার পুত্র = রাজপুত্র, নীল যে কমল = নীলকমল, দেশ থেকে দেশ = দেশে দেশে।

সমাস সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিভাষা

- সমস্যমান পদ: যে পদগুলি নিয়ে সমাস হয়।
- সমস্তপদ / সমাসবদ্ধ পদ: সমাসের ফলে সৃষ্ট নতুন পদ।
- ব্যাসবাক্য / বিগ্রহবাক্য: সমস্তপদটিকে ভেঙে যে বাক্যাংশে অর্থ প্রকাশ করা হয়।
- পূর্বপদ ও পরপদ: সমস্তপদের প্রথম অংশ পূর্বপদ, দ্বিতীয় অংশ পরপদ নামে পরিচিত।

২. সমাসের শ্রেণিবিভাগ

অর্থ ও গঠন অনুসারে বাংলা ব্যাকরণে সমাসকে প্রধানত ছয় প্রকারে ভাগ করা হয়। পরীক্ষায় এই ছয়টি ভাগই বারবার জিজ্ঞাসা করা হয়।

২.১ দ্বন্দ্ব সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির অর্থ প্রাধান্য পায় এবং পদগুলি সমান গুরুত্ব বহন করে, তাকে দ্বন্দ্ব সমাস বলে। ব্যাসবাক্যে সাধারণত 'ও', 'আর' ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ: মা ও বাবা = মা-বাবা, দিন ও রাত = দিনরাত, হাত ও পা = হাত-পা, ভাই ও বোন = ভাইবোন।

২.২ তৎপুরুষ সমাস

Poly Notes Hub

যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়ে ওঠে এবং পূর্বপদের বিভক্তি লোপ পায়, তাকে তৎপুরুষ সমাস বলে। বিভক্তি অনুসারে তৎপুরুষ সমাসকে দ্বিতীয়া, তৃতীয়া, চতুর্থী, পঞ্চমী, ষষ্ঠী ও সপ্তমী তৎপুরুষে ভাগ করা হয়।

প্রকার	উদাহরণ
দ্বিতীয়া তৎপুরুষ	গৃহে প্রবিষ্ট = গৃহপ্রবিষ্ট
তৃতীয়া তৎপুরুষ	মন দিয়ে গড়া = মনগড়া
চতুর্থী তৎপুরুষ	বিদ্যার জন্য আলয় = বিদ্যালয়
পঞ্চমী তৎপুরুষ	জন্ম থেকে অন্ধ = জন্মান্ধ
ষষ্ঠী তৎপুরুষ	রাজার পুত্র = রাজপুত্র
সপ্তমী তৎপুরুষ	গৃহে প্রবেশ = গৃহপ্রবেশ

উপপদ তৎপুরুষ: ক্রিয়ামূলক পদের সঙ্গে অন্য পদের সমাসকে বলে উপপদ তৎপুরুষ। উদাহরণ: জলে চর যে = জলচর।

অলুক তৎপুরুষ: যে তৎপুরুষ সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না, তাকে অলুক তৎপুরুষ বলে। উদাহরণ: হাতে খড়ি = হাতেখড়ি।

২.৩ কর্মধারয় সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ ও পরপদের মধ্যে বিশেষণ-বিশেষ্য বা উপমা সম্পর্ক থাকে এবং পরপদের অর্থ প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে কর্মধারয় সমাস বলে।

প্রকার	উদাহরণ
সাধারণ কর্মধারয়	নীল যে কমল = নীলকমল
উপমান কর্মধারয় (উপমান পূর্বপদে)	চাঁদের মতো মুখ = চাঁদমুখ
উপমিত কর্মধারয় (উপমান পরপদে)	মুখ চাঁদের মতো = মুখচন্দ্র
রূপক কর্মধারয় (অভেদ কল্পনা)	মন রূপ পাখি = মনপাখি
মধ্যপদলোপী কর্মধারয়	সিংহ চিহ্নিত আসন = সিংহাসন

২.৪ বহুব্রীহি সমাস

যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনোটির অর্থ প্রধান না হয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অন্য একটি পদের (ব্যক্তি বা বস্তুর) অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে বহুব্রীহি সমাস বলে।

উদাহরণ: দশ আনন যার = দশানন, বীণা পাণিতে যার = বীণাপাণি, নীল কণ্ঠ যার = নীলকণ্ঠ।

Poly Notes Hub

২.৫ দ্বিগু সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ সংখ্যাবাচক এবং সমস্তপদটি সমাহার বা সমষ্টি অর্থ প্রকাশ করে, তাকে দ্বিগু সমাস বলে।

উদাহরণ: পাঁচ বটের সমাহার = পঞ্চবটী, তিন কালের সমাহার = ত্রিকাল, নয় রত্নের সমাহার = নবরত্ন।

২.৬ অব্যয়ীভাব সমাস

যে সমাসে পূর্বপদ অব্যয় এবং সমস্তপদটি অব্যয়ের মতো আচরণ করে, তাকে অব্যয়ীভাব সমাস বলে। এখানে পূর্বপদের অর্থ প্রধান হয়ে ওঠে।

উদাহরণ: সাধ্য অনুসারে = যথাসাধ্য, ক্ষণে ক্ষণে = প্রতিক্ষণ, দিনের পর দিন = প্রতিদিন।

৩. অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সমাস

- নিত্য সমাস: যে সমাসে ব্যাসবাক্য ছাড়া অর্থ সম্পূর্ণ প্রকাশ পায় না। যেমন: কাজলকালো, দেশান্তর।
- প্রাদি সমাস: প্র, পরা, অপ প্রভৃতি উপসর্গ যোগে গঠিত সমাস। যেমন: প্রতিদিন, আজন্ম।
- অলুক দ্বন্দ্ব সমাস: যে দ্বন্দ্ব সমাসে বিভক্তির লোপ হয় না। যেমন: হাতে-কলমে, কানে-কানে।

৪. পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয়

- সমাস ও সন্ধি এক নয় — সন্ধি ধ্বনিগত মিলন, সমাস অর্থগত মিলন।
- ব্যাসবাক্য রচনা করতে পারলে সমাসের প্রকারভেদ বোঝা সহজ হয়, তাই বেশি বেশি অনুশীলন জরুরি।
- কোন সমাসে কোন পদের অর্থ প্রধান (পূর্বপদ/পরপদ/উভয়পদ/অন্যপদ), তা মনে রাখলে দ্রুত উত্তর দেওয়া যায়।
- পরীক্ষায় প্রায়ই সমস্তপদ থেকে ব্যাসবাক্য এবং ব্যাসবাক্য থেকে সমস্তপদ গঠন করতে বলা হয়।

Poly Notes Hub

অনুশীলনী: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন (MCQ)

নিচের প্রশ্নগুলি অনুশীলন করে নিজের প্রস্তুতি যাচাই করে নাও। উত্তরপত্র শেষে দেওয়া আছে।

---

১. দুই বা ততোধিক পদের অর্থগত মিলনকে কী বলে?

ক) সন্ধি
খ) সমাস
গ) প্রত্যয়
ঘ) কারক

২. সমাসবদ্ধ পদটিকে কী বলে?

ক) ব্যাসবাক্য
খ) সমস্তপদ
গ) সমাসনিষ্পন্ন পদ
ঘ) পূর্বপদ

৩. 'রাজপুত্র' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) দ্বন্দ্ব সমাস
খ) তৎপুরুষ সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস
ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৪. 'নীলকমল' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) কর্মধারয় সমাস
খ) দ্বিগু সমাস
গ) তৎপুরুষ সমাস
ঘ) বহুব্রীহি সমাস

৫. যে সমাসে সমস্যমান পদগুলির কোনোটির অর্থ প্রাধান্য না পেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ পায়, তাকে বলে —

ক) দ্বন্দ্ব সমাস
খ) বহুব্রীহি সমাস
গ) অব্যয়ীভাব সমাস
ঘ) দ্বিগু সমাস

৬. 'পঞ্চবটী' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) দ্বিগু সমাস
খ) কর্মধারয় সমাস
গ) দ্বন্দ্ব সমাস
ঘ) তৎপুরুষ সমাস

৭. 'মা-বাবা' কোন সমাসের উদাহরণ?

ক) কর্মধারয় সমাস

Poly Notes Hub

খ) দ্বন্দ্ব সমাস
গ) বহুব্রীহি সমাস
ঘ) তৎপুরুষ সমাস

৮. 'যথাসাধ্য' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) অব্যয়ীভাব সমাস
খ) নিত্য সমাস
গ) প্রাদি সমাস
ঘ) তৎপুরুষ সমাস

৯. 'দেশান্তর' পদের ব্যাসবাক্য কী?
ক) দেশ থেকে দেশ
খ) অন্য দেশ
গ) দেশের অন্তর
ঘ) দেশ ও অন্তর

১০. যে সমাসে পরপদের অর্থ প্রধান হয়ে ওঠে, তাকে বলে —
ক) দ্বন্দ্ব সমাস
খ) কর্মধারয় সমাস
গ) তৎপুরুষ সমাস
ঘ) বহুব্রীহি সমাস

১১. 'হাতেখড়ি' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) উপপদ তৎপুরুষ
খ) নিত্য সমাস
গ) প্রাদি সমাস
ঘ) অলুক তৎপুরুষ

১২. যে সমাসে ব্যাসবাক্য না করে সরাসরি অর্থ বোঝানো যায় না, তাকে বলে —
ক) নিত্য সমাস
খ) প্রাদি সমাস
গ) দ্বিগু সমাস
ঘ) অলুক সমাস

১৩. 'প্রতিদিন' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) দ্বিগু সমাস
খ) প্রাদি সমাস
গ) কর্মধারয় সমাস
ঘ) দ্বন্দ্ব সমাস

১৪. 'চাঁদমুখ' কোন সমাসের উদাহরণ?
ক) উপমিত কর্মধারয়
খ) উপমান কর্মধারয়
গ) রূপক কর্মধারয়
ঘ) মধ্যপদলোপী কর্মধারয়

Poly Notes Hub

১৫. সমাসের প্রধান উদ্দেশ্য কী?

ক) ধ্বনি পরিবর্তন

খ) ভাষার সংক্ষিপ্ততা আনা

গ) কারক নির্ণয়

ঘ) ক্রিয়াপদ গঠন

Poly Notes Hub

উত্তরপত্র (Answer Key)

প্রশ্ন নং	সঠিক উত্তর
1	খ) সমাস
2	খ) সমস্তপদ
3	খ) তৎপুরুষ সমাস
4	ক) কর্মধারয় সমাস
5	খ) বহুব্রীহি সমাস
6	ক) দ্বিগু সমাস
7	খ) দ্বন্দ্ব সমাস
8	ক) অব্যয়ীভাব সমাস
9	খ) অন্য দেশ
10	গ) তৎপুরুষ সমাস
11	ঘ) অলুক তৎপুরুষ
12	ক) নিত্য সমাস
13	খ) প্রাদি সমাস
14	খ) উপমান কর্মধারয়
15	খ) ভাষার সংক্ষিপ্ততা আনা

Poly Notes Hub